বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ অনুমোদিত

বাংলা বিভাগ

উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত

জা তী য় আ লো চ না-চ ক্র

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য : ইতিহাসের নির্মাণ

বি ষ য়ে র সং ক্ষি প্ত সা র

উদ্ভবের পর থেকে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলেছে । সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত চরিত্র বদলেছে। কথ্য ভাষার স্থানীয় ও আঞ্চলিক অনেক ভেদ ঘটেছে, সেই ভেদ থেকেই আবার স্থানভেদে বদলেছে মৌখিক-সাহিত্য পরম্পরা। আবার সেই মৌখিক-সাহিত্য পরম্পরাই মধ্যযুগের কবিদের কাব্যে লিখিত সাহিত্যের রূপ পেয়েছে। যা ছিল মানুষের মুখে-মুখে, সংগীতের সুর-তাল শব্দে যার প্রকাশ, সেই মৌখিক সাহিত্য পরম্পরা যখন রাজ-রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রীতিমতো প্রাতিষ্ঠানিক নাগরিক সাহিত্যে পরিণত হল, তখন থেকেই সাহিত্যের সংজ্ঞা গেল বদলে। ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক হয়ে উঠল জটিল ও বৈচিত্র্যময়।

মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের হাত ধরে এল ছাপাখানা -- মুদ্রণযন্ত্র। পুথি থেকে লিপির বিবর্তনের অন্য ইতিহাস নির্মিত হল। সঙ্গে মুদ্রিত সাহিত্য-পরম্পরা আধুনিক জীবন ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বহু বিচিত্র ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল। মানবতার ও যুক্তি-তর্কের ছোঁয়ায় দেবতা ও ধর্মনির্ভর সাহিত্য-প্রতিবেশ ক্রমশ বদলাতে লাগল। তৈরি হল গদ্য ও প্রবন্ধের ইতিহাস, সে গদ্যের আবার রূপান্তর ঘটল কালে-কালে। তৈরি হল উপন্যাস, নাটক, নক্‌শা, গল্প, জীবনী, আধুনিক কাব্য-কবিতা, কথিকা প্রভৃতি গদ্য ও পদ্যের অজস্র সাহিত্য ধারা যা বর্তমান সময় পর্যন্ত নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আরও নতুন-নতুন ধারার জন্ম দিচ্ছে।

ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের এই বিচিত্র রূপ ও বিচিত্র ধারাকে নিয়ে সেই প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালি প্রচুর ভেবেছে, সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের নানা ধারা তৈরি করেছে, তেমনি ওই সব ধারার ইতিহাসও নির্মাণ করেছে। ভাষা সাহিত্যের সূচনাকাল থেকেই যেমন বিভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছে কাব্য-কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক-নক্‌শা, প্রবন্ধ-নিবন্ধের ইতিহাস, তেমনই ওই সমস্ত সংরূপের মধ্যে দিয়ে চলেছে ইতিহাসের নবনির্মাণ। ইতিহাসের এই নির্মাণ আবার অনিবার্য কারণে সময়ের স্বর ও সংকট, সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক-শক্তি ও আধিপত্যবাদী রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ভাষাকে নিয়েও এরকম আধিপত্যবাদীদের ইতিহাস নির্মাণের চেষ্টা বড়ো কম হয়নি।

তেমনই ভদ্রলোকের সাহিত্য, শিক্ষিত নাগরিকের সাহিত্য আবার নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে তথাকথিত প্রান্তিকজনের 'অপর' সাহিত্যকে। সব মিলিয়ে ভাষা ও সাহিত্যকে নিয়ে সেইসব বিচিত্র ধারার ইতিহাস নির্মাণ ও বিনির্মাণের ধারা, তার প্রতিস্রোত, নেপথ্য রাজনীতি--ইত্যাদি এই আলোচনা-চক্রের বিষয় হয়ে উঠবে।

আলোচনা-সভার তারিখ : ২৮ ও ২৯ মার্চ ২০১৭

স্থান : বাংলা বিভাগ, গোলাপবাগ ক্যাম্পাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গবেষক-গবেষিকাদের কাছ থেকে আলোচনা-চক্রে পাঠ করার জন্য গবেষণা-পত্র ই-মেল মারফৎ আহ্বান করা হচ্ছে।

গবেষণা-পত্র উপস্থাপনের জন্য পিডিএফ ফাইলে ২০০ শব্দসীমায় ১৫ মার্চ ২০১৭-এর

মধ্যে সার-সংক্ষেপ পাঠাতে হবে।

সঙ্গে নাম, ঠিকানা, ই-মেল নম্বর ও ফোন নম্বর দিতে হবে।

গবেষণা-পত্র পাঠানোর ঠিকানা :

hod@beng.buruniv.ac.in

buarin1@yahoo.com

amitaava@yahoo.com

রেজিস্ট্রেশন ফি : ৫০০ টাকা